Professor's English Academy, Panchagarh

English 1st Paper

Topic: Graph and Chart (with Bangla Meaning)

ADMINISTRATOR: SHIBBIR AHMED SUJON

1. **Mobile phone and internet users in Bangladesh.**
2. **The percentage of travelers in Bangladesh.**
3. **The choice of profession by educated people in Bangladesh.**
4. **The internet users in Bangladesh.**
5. **The sources of Air pollution in a city.**
6. **An increase in the number of overseas students at the universities in Bangladesh.**
7. **Internet users in town and village in Bangladesh.**
8. **The sources of Environment pollution in a city.**
9. **The number of people living below the poverty line in Bangladesh.**
10. **The literacy rate of Bangladesh in different years.**
11. **It shows the source of unites states of America.**
12. **The gradual increasing rate of the internet rate of the internet users in Bangladesh.**
13. **The time allocation of student's daily activities in Bangladesh.**
14. **The percentages of types of transportation used by 800 students to come to college.**
15. **The pie chart below shows the percentages of a family's household income distributed into different categories.**
16. **The graph below shows the selling rates of seven types of books in Ekushey Boi Mela 2023.**
17. **The graph chart shows the choice of profession by education people in our country.**
18. **The pie chart below shows the percentages of a family's household income distributed into different categories.**
19. **The graph shows the engagement of child labor in different sectors of 'X' country.**

UJON SIR 01712655666

Graph chat

1.The chart below shows **the number of mobile phone and internet users in Bangladesh** from the year 2014 to 2018. Describe the chart. You should highlight the information and report the main features.

Ans : the graph shows the number of mobile phone and internet users in Bangladesh from the period 2014 to 2018. The chart presents that during these 5 years the number of the mobile phone and internet users is increasing steadily. In 2014, 115 million people used mobile phone and only 15 million people used internet. But in 2015 both the users of mobile phone and internet increased. In this year the users of mobile phone rose to 132 million and the internet rose to 21 million. But the next year in 2017, the users of mobile phone reduced a little and the number was 130 million. On the contrary, the users of internet in this year

increased sharply and it rose to 67 million. In 2018, both the users increased greatly. In this year, the users of mobile phone were 140 million and the internet users were 81 million. From the graph we notice the greatest increase in the number of the mobile phone users between 2015 to 2016 and 2017 to 2018 and 2017 to 2018, and the increased number is 10 million. On the other hand, we notice the greatest increase in the number of the internet users between 2016 to 2017, and it is 46 million. From an analytical view, it could be said that if the increase rate continues, soon the mobile phone and internet facilities would reach the door steps of almost all the people of Bangladesh.

1. নীচের চার্টটি 2014 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেখায়।
উত্তর: গ্রাফটি 2014 থেকে 2018 সালের মধ্যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেখায়। চার্টটি উপস্থাপন করে যে এই 5 বছরে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2014 সালে, 115 মিলিয়ন মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিল এবং মাত্র 15 মিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল। কিন্তু 2015 সালে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট উভয় ব্যবহারকারী বেড়েছে। এই বছরে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী বেড়ে 132 মিলিয়ন এবং ইন্টারনেট বেড়ে 21 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পরের বছর 2017 সালে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী কিছুটা কমে যায় এবং সংখ্যা দাঁড়ায় 130 মিলিয়ন। বিপরীতে, এই বছরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তীব্রভাবে বেড়েছে এবং তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 67 মিলিয়নে। 2018 সালে, উভয় ব্যবহারকারী অনেক বেড়েছে। এ বছর মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ছিল ১৪ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৮১ মিলিয়ন। গ্রাফ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে 2015 থেকে 2016 এবং 2017 থেকে 2018 এবং 2017 থেকে 2018 সালের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্ধিত সংখ্যা হল 10 মিলিয়ন। অন্যদিকে, আমরা লক্ষ্য করছি 2016 থেকে 2017 সালের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবং তা হল 46 মিলিয়ন। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে অচিরেই বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষের দোরগোড়ায় মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে যাবে।

2.The pie chart below shows **the percentage of travelers in Bangladesh travelling in different transportation ways per day.** Describe the pie chart.
Ans : The pie chart shows the percentage of travelers in Bangladesh travelling in different transportation ways per day. Here five types of transports are shown in the pie chart. They are land vehicles, train, launch and stemmer, bicycle and others, and boats. Of the five types of transportation, land have the highest percentage, 75% of the travelers use land vehicles for travelling while 10% of the travelers use train. On the other hand, launch and steamers are used by 8% of the travelers; and boats are transportation, land used by 5% of the travelers. It is also seen from the pie chart that bicycle and other types of vehicles have the lowest percentages in travelling. Only 2% of the travelers use bicycle and other types of vehicles. From an analytical view it could be said that road transport and communication system is the best in travelling in Bangladesh. Though Bangladesh is a reverie country, the transportation system of water ways is not satisfactory. Besides, train communication system also is not up to the mark. The authority concerned should look into the matter and take effective moves to improve overall transportation system.

2. নীচের পাই চার্টটি দেখায় যে বাংলাদেশে কত শতাংশ ভ্রমণকারী প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবহন উপায়ে ভ্রমণ করেন।
উত্তর: পাই চার্টটি দেখায় যে বাংলাদেশের কত শতাংশ যাত্রী প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবহন উপায়ে ভ্রমণ করেন। এখানে পাই চার্টে পাঁচ ধরনের পরিবহন দেখানো হয়েছে। সেগুলো হল স্থল যানবাহন, ট্রেন, লঞ্চ ও স্টেমার, সাইকেল এবং অন্যান্য এবং নৌকা। পাঁচ ধরনের পরিবহনের মধ্যে, ভূমির শতাংশ সবচেয়ে বেশি, 75% যাত্রী ভ্রমণের জন্য স্থল যান ব্যবহার করেন এবং 10% যাত্রী ট্রেন ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, লঞ্চ এবং স্টিমার 8% যাত্রী দ্বারা ব্যবহার করা হয়; এবং নৌকাগুলি পরিবহন, 5% যাত্রী দ্বারা ব্যবহৃত জমি। পাই চার্ট থেকে এটিও দেখা যায় যে সাইকেল এবং অন্যান্য ধরণের যানবাহনে ভ্রমণের হার সবচেয়ে কম। মাত্র 2% ভ্রমণকারী সাইকেল এবং অন্যান্য ধরণের যানবাহন ব্যবহার করেন। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো। বাংলাদেশ একটি স্বচ্ছ দেশ হলেও নৌপথে যাতায়াত ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। এছাড়া ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থাও মানসম্মত নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং সার্বিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

3.The graph chart shows **the choice of profession by educated people in our country.** Describe the graph chart.
Ans: The graph shows the choice of profession by educated people. The graph shows that the highest portion of educated people choose govt. job as their profession or career. In percentage, 60 persons out of 100 have shown

their preference for govt. job. Next comes banking which is the choice of 40% educated people as their profession. The 3rd highest portion of people has shown their choice for teaching as their profession. And 30% of people like teaching. Next come business which is the choice of 18% educated people as their profession. Then comes farming, and only 10 percent of the educated people choose farming as their profession. The rest and the lowest portion of the educated people have been found to choose research work of different types, and it is only 6%. From the graph it is found that most of the educated people choose a job that can ensure their future security, and a small portion of educated people like self employment and farming. But it is not hopeful. The govt. should take effective steps to encourage educated people to engage in farming as ours is an agricultural country. Also, educated people should be encouraged in business or self employment.

3. গ্রাফ চার্ট আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের পেশার পছন্দ দেখায়।

উত্তর: গ্রাফটি শিক্ষিত ব্যক্তিদের পেশার পছন্দ দেখায়। গ্রাফটি দেখায় যে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ অংশ সরকারকে বেছে নেয়। তাদের পেশা বা কর্মজীবন হিসাবে কাজ. শতাংশে, 100 জনের মধ্যে 60 জন সরকারকে তাদের পছন্দ দেখিয়েছেন। চাকরি এরপরে আসে ব্যাংকিং যা 40% শিক্ষিত লোকের পছন্দ তাদের পেশা। জনগণের 3য় প্রধান অংশ তাদের পেশা হিসাবে শিক্ষকতার জন্য তাদের পছন্দ দেখিয়েছে। এবং 30% মানুষ শিক্ষকতা পছন্দ করে। এরপরে আসে ব্যবসা যা 18% শিক্ষিত লোক তাদের পেশা হিসাবে পছন্দ করে। এরপর আসে কৃষিকাজ, এবং মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষিত মানুষ কৃষিকে তাদের পেশা হিসেবে বেছে নেয়। বাকি এবং সর্বনিম্ন অংশের শিক্ষিত মানুষ বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কাজ বেছে নিতে দেখা গেছে এবং তা মাত্র ৬%। গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে বেশিরভাগ শিক্ষিত লোক এমন একটি চাকরি বেছে নেয় যা তাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং শিক্ষিতদের একটি ছোট অংশ যেমন স্ব-কর্মসংস্থান এবং কৃষিকাজ। তবে তা আশাব্যঞ্জক নয়। সরকার আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় শিক্ষিত লোকদের কৃষিকাজে নিয়োজিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়াও শিক্ষিত ব্যক্তিদের ব্যবসা বা আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে হবে।

4.The graph below shows **"the internet users" from 2000 to 2009.** Describe the graph. You should highlight and summarize the information given in the graph.

Ans: The graph shows the internet users from 2000 to 2009. It also shows that the number of the internet users is rising rapidly. In 2000 the first year shows that 0.003 lakh people used the internet whereas in 2002 it rose to 1.5 lakh in number. This number is 5 hundred times more than that of 2000. The number of the internet users rose to 2.43 lakh in 2003 that is remarkable. In 2005, the number of the internet users reached 3 lakh. We notice the greatest increase in the number of the internet users between 2005 and 2007. In these two years, the number of internet users increased 2 lakh and 2007, the number of the internet users rose to 5 lakh . In 2008, 5.50 lakh people used the internet which rose to 6.17 lakh in 2009. The tendency of using the internet is gradually increasing undoubtedly to keep pace with the demand of the modern age.

4. নীচের গ্রাফটি 2000 থেকে 2009 পর্যন্ত "ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের" দেখায়।

উত্তর: গ্রাফটি 2000 থেকে 2009 পর্যন্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখায়। এটি দেখায় যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। 2000 সালে প্রথম বছর দেখায় যে 0.003 লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল যেখানে 2002 সালে এটি সংখ্যায় 1.5 লাখে উন্নীত হয়। এই সংখ্যাটি 2000 সালের তুলনায় 500 গুণ বেশি। 2003 সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে 2.43 লাখে দাঁড়িয়েছে যা উল্লেখযোগ্য। 2005 সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 3 লাখে পৌঁছেছে। আমরা 2005 এবং 2007 এর মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি। এই দুই বছরে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 2 লাখ এবং 2007 সালে বেড়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে 5 লাখে। 2008 সালে, 5.50 লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল যা 2009 সালে 6.17 লাখে উন্নীত হয়। আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা নিঃসন্দেহে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

5.**The chart below shows the sources of air pollution in a city.** Describe the chart in 150 words. You should highlight and summarize the information given in the chart.

Ans: The pie chart shows air pollution of a city by five different sources. The sources are the vehicles, industry, waste disposal, heating or using air conditioned and power plant. The highest level of pollution is caused by different types of vehicles, and it covers 60% of the total pollution. The second highest rate pollution is caused by industries and it covers 18% of the total pollution. The third source is power plant which covers 13% of the total pollution. Heating or using air conditioning also contributes to pollution which covers 6% of the total pollution. And, finally waste disposal also contributes to pollution and it covers 3% of the total pollution. From the chare it is clear that the

highest level of pollution is caused by vehicles and the lowest rate of pollution is caused by waste disposal. Besides, industries, power plant and heating or using air conditioning are also greatly responsible for pollution. The authority concerned should look into this matter so that the rate of pollution can be minimized to a great extent.

5. নীচের চার্টটি একটি শহরের বায়ু দূষণের উত্সগুলি দেখায়।
উত্তর: পাই চার্ট পাঁচটি ভিন্ন উত্স দ্বারা একটি শহরের বায়ু দূষণ দেখায়। উত্সগুলি হল যানবাহন, শিল্প, বর্জ্য নিষ্পত্তি, গরম বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহার করা। বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের কারণে সর্বোচ্চ মাত্রার দূষণ ঘটে এবং এটি মোট দূষণের 60% কভার করে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হারের দূষণ শিল্পের কারণে হয় এবং এটি মোট দূষণের 18% কভার করে। তৃতীয় উৎস হল বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা মোট দূষণের 13% কভার করে। গরম করা বা এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারও দূষণে অবদান রাখে যা মোট দূষণের 6% কভার করে। এবং, অবশেষে বর্জ্য নিষ্পত্তিও দূষণে অবদান রাখে এবং এটি মোট দূষণের 3% কভার করে। চর থেকে এটা স্পষ্ট যে দূষণের সর্বোচ্চ স্তর যানবাহন দ্বারা সৃষ্ট এবং দূষণের সর্বনিম্ন হার বর্জ্য নিষ্পত্তির কারণে সৃষ্ট হয়। এছাড়া শিল্প, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গরম বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যবহারও দূষণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। দূষণের হার যাতে অনেকাংশে কমানো যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।

6.**The graph below shows an increase in the number of overseas students at the universities** which usually takes places over a period of time. Describe the graph in 150 words.
Ans: The graph shows an increase in the number of overseas students in the universities in Bangladesh from the year 2000 to 2020. In the year 2000, there were only 200 overseas students at the universities. In 2005, the number increased a little and it rose to about 300. That means within 5 years only 100 students were added. But in 2010, the number of overseas students at the universities in Bangladesh tremendously increased and it rose to about 850. So, from the year 2005 to 2010, the increased number of students was 550. Next five years the number of overseas students also increased, and it was about 1100. But the next five years the number of overseas students remains almost the same and it was 1100. From an analytical view, it could be remarked that the increasing enrolment of overseas students at our universities is a positive side in our education system. So the authority concerned should take this issue with great importance and take effective steps to improve the condition of higher education in our country to attract the overseas students to great extent.

6. নীচের গ্রাফটি দেখায় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যা সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটে।
উত্তর: গ্রাফটি দেখায় যে 2000 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। 2000 সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র 200 জন ছিল। 2005 সালে, সংখ্যাটি কিছুটা বেড়েছে এবং এটি প্রায় 300-এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ 5 বছরের মধ্যে মাত্র 100 জন শিক্ষার্থী যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু 2010 সালে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এটি প্রায় 850-এ উন্নীত হয়। সুতরাং, 2005 থেকে 2010 সাল পর্যন্ত বর্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 550। পরবর্তী পাঁচ বছরে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। , এবং এটি প্রায় 1100 ছিল। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছর বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা প্রায় একই থাকে এবং এটি ছিল 1100। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি মন্তব্য করা যেতে পারে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান তালিকাভুক্তি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ইতিবাচক দিক। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা এবং বিদেশী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার অবস্থার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

7.**The graph shows the number of internet users in town and village from 2010to 2025.** Describe the graph in 150 words. You should highlight and summarize the information given in the graph
Ans: The bar chart depicts the number of internet users in the urban and rural areas from the year 2010 to 2015. The graph says that in 2010 10% of the urban people used internet whiles the users were only4% in the rural Ares. Then in 2011 and 2012 and 2013 respectively 14%, 20% and 27% people in the urban areas used internet. On the other hand, the percentage of rural internet users was 5%, 8% and 13% respectively in 2011, 2012 and 2013. In 2014 and 2015, 35% and 45% urban people were internet users. On the contrary, 20% and 25% village people were internet users in these two years. From the graph, it could be said that the percentage of internet users in both areas have been significantly on the rise all the years round. Besides, the difference between the ratios of two areas has also been on the wane.

7. গ্রাফটি 2010 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত শহরে এবং গ্রামে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেখায়। 150 শব্দে গ্রাফটি বর্ণনা করুন।
উত্তর: বার চার্টটি 2010 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা চিত্রিত করে। গ্রাফটি বলছে যে 2010 সালে শহরের 10% মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করত যেখানে ব্যবহারকারীরা গ্রামাঞ্চলে মাত্র 4% ছিল। তারপর 2011 এবং 2012 এবং

2013 সালে যথাক্রমে 14%, 20% এবং 27% মানুষ শহরাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে, 2011, 2012 এবং 2013 সালে গ্রামীণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতাংশ ছিল যথাক্রমে 5%, 8% এবং 13%। 2014 এবং 2015 সালে, 35% এবং 45% শহুরে মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল। বিপরীতে, এই দুই বছরে 20% এবং 25% গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিল। গ্রাফ থেকে, এটা বলা যেতে পারে যে উভয় এলাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতাংশ সারা বছর ধরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া দুটি এলাকার অনুপাতের পার্থক্যও কমে গেছে।

8. Look at the chart below. It shows **the sources of environment pollution in a city.** Now, analyze the chart. You should highlight the information and the features given in the chart.

The pie chart shows the sources of environment pollution in a city. In the chart it is noticed that there are four sources that contribute to environment pollution of the city. Here the major sources of environment pollution are industrial wastes and toxic chemicals. 60% pollution is caused by these two sources contribute 15% pollution is caused by powerhouses. There are also other sources that cause 8% of the total pollution. From an analytical view we can say that city dwellers are vulnerable to environment pollution.

8. নিচের চার্টটি দেখুন। এটি একটি শহরের পরিবেশ দূষণের উত্স দেখায়। পাই চার্ট একটি শহরের পরিবেশ দূষণের উৎস দেখায়। চার্টে লক্ষ্য করা যায় যে চারটি উত্স রয়েছে যা শহরের পরিবেশ দূষণে অবদান রাখে। এখানে পরিবেশ দূষণের প্রধান উৎস হল শিল্পবর্জ্য এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। 60% দূষণ এই দুটি উত্স দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং 15% দূষণ পাওয়ার হাউস দ্বারা সৃষ্ট হয়। এছাড়াও অন্যান্য উত্স রয়েছে যা মোট দূষণের 8% কারণ। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে শহরবাসী পরিবেশ দূষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

9.The graph below shows **"The number of people living below the poverty line from 2019 to 2010".** Describe the graph in 150 words. You should highlight and summarize the information given in the graph.

The bar graph shows the number of people living below the poverty line from 1995 to 2010. From the graph we notice that in 1995, population below the poverty line was 35%. Unfortunately, population below the poverty line in 2003 rises to 45%. But, this rate decreased sharply to 30% in next four years. This rate further decreased and it came down to 28% in 2010. From 1995 to 2010, during these 15 years a struggle against poverty was noticeable though compared to the long period, this result was not up to the mark. From the graph it is seen that from the graph it is seen that from 1995 to 2010, during these3 long 15 years the rate of people living below the poverty line lessened by only 7%. Therefore, govt. should look into the matter and take effective moves to root out poverty from our country.

9. নীচের গ্রাফটি দেখায় "2019 থেকে 2010 পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা"। গ্রাফটি 150 শব্দে বর্ণনা কর।
বার গ্রাফটি 1995 থেকে 2010 সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা দেখায়। গ্রাফ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে 1995 সালে, দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা ছিল 35%। দুর্ভাগ্যবশত, 2003 সালে দারিদ্র্য সীমার নিচের জনসংখ্যা বেড়ে 45% হয়েছে। কিন্তু, পরবর্তী চার বছরে এই হার তীব্রভাবে কমে 30% হয়েছে। এই হার আরও হ্রাস পায় এবং 2010 সালে তা 28%-এ নেমে আসে। 1995 থেকে 2010 পর্যন্ত এই 15 বছরে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লক্ষণীয় ছিল যদিও দীর্ঘ সময়ের তুলনায় এই ফলাফলটি চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে 1995 থেকে 2010 এই 3 দীর্ঘ 15 বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের হার মাত্র 7% কমেছে। অতএব, সরকার. বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূলে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

10: the graph below shows **the literacy rate of Bangladesh in different years from 1995 t0 2010**. Now, describe the chart. You should highlight and summarize the information given in the chart.

Ans: The graph shows the fluctuation of the literacy rate of Bangladesh in some selective years since 1995. The graph reveals that the literacy rate of Bangladesh since 1995 fluctuates from 38.1% to 56.8%. In Bangladesh 1995 the rate was only 38.1% BUT IN 2000, it rose up t 56%. But in the next years 2000 to 2001 the literacy rate of our country was on the wane. In 2001 the rate came down to 47.9% which was 8.1% less than the previous survey. The next two years 2001 to 2003 was the last segment of decreasing of literacy rate in Bangladesh. In those two years, the rate reduced by 4.8% declining the rate to 43.1% only. It is the last indicator with negative impression. But if we look at the last indicator in 2010, we can find a positive change. In these seven years 2003 to 2010, the literacy rate of Bangladesh got a significant increase of 13.7% and in 2010 the literacy rate came up to 56.8% which is the

highest rate indicated in the graph. It is also significant that from 1995 to 2010 in 15 years the literacy rate of Bangladesh rises 18.7% in total.

10: নীচের গ্রাফটি 1995 থেকে 2010 সাল থেকে বিভিন্ন বছরে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার দেখায়।

উত্তর: গ্রাফটি 1995 সাল থেকে কিছু নির্বাচনী বছরে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের ওঠানামা দেখায়। গ্রাফটি প্রকাশ করে যে 1995 সাল থেকে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার 38.1% থেকে 56.8% এ ওঠানামা করেছে। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩৮.১% কিন্তু ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬%। কিন্তু পরবর্তী বছর 2000 থেকে 2001 পর্যন্ত আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার কমে গিয়েছিল। 2001 সালে হার 47.9% এ নেমে আসে যা পূর্ববর্তী সমীক্ষার তুলনায় 8.1% কম ছিল। পরবর্তী দুই বছর 2001 থেকে 2003 ছিল বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার হ্রাসের শেষ অংশ। এই দুই বছরে, হার 4.8% হ্রাস পেয়েছে এবং এই হারটি মাত্র 43.1% হয়েছে। এটা নেতিবাচক ছাপ সঙ্গে শেষ সূচক. কিন্তু আমরা যদি 2010 সালের শেষ সূচকটি দেখি, আমরা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাব। 2003 থেকে 2010 এই সাত বছরে, বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার 13.7% উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং 2010 সালে সাক্ষরতার হার 56.8% এ পৌঁছেছিল যা গ্রাফে নির্দেশিত সর্বোচ্চ হার। এটাও উল্লেখযোগ্য যে 1995 থেকে 2010 পর্যন্ত 15 বছরে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার মোট 18.7% বেড়েছে।

11.Look at the chart. It shows **the source of unites states of America Electricity in 1980**. Now analyze the chart focusing the main aspects.

Ans: The pie chart shows various sources of USA electricity in 1980. In that year the USA generated electricity in different ways. Almost half of the USA electricity was generated in 1980 through the use of fossil fuels like coal, natural gas, oil 46% of the USA electricity was generated in 1980 through the use of coal. 24% of the electricity was generated by using natural gas. On the country only 12% of the use electricity was generated through the use does oil. Water was also used to generate electricity in the USA in 1980. 16% do the USA electricity in was generated by using hydro electric power. Nuclear power also used to generate electricity in the USA but only 2% of the USA electricity was generated in 1980 by using nuclear power. It is clear to us that more electricity on the USA was generated in 1980 by using coil. So, the USA depends mostly on coal for generating electricity.

11. চার্টটি দেখুন। এটি আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস এর উৎস দেখায়। 1980 সালে বিদ্যুৎ।

উত্তর: পাই চার্ট 1980 সালে ইউএসএ বিদ্যুতের বিভিন্ন উত্স দেখায়। সেই বছরে ইউএসএ বিভিন্ন উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বিদ্যুত 1980 সালে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে উত্পাদিত হয়েছিল 1980 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 46% বিদ্যুত কয়লা ব্যবহারের মাধ্যমে উত্পাদিত হয়েছিল। 24% বিদ্যুত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে উত্পাদিত হয়। দেশে মাত্র ১২% বিদ্যুত উৎপাদিত হয় তেল ব্যবহার করে। 1980 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও পানি ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউএসএ-তে 16% বিদ্যুত জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করে উত্পাদিত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তিও বিদ্যুৎ উৎপাদন করত কিন্তু 1980 সালে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে ইউএসএ বিদ্যুতের মাত্র 2% উৎপন্ন হয়েছিল। এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে 1980 সালে কয়েল ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশিরভাগ কয়লার উপর নির্ভর করে।

12.The graph below shows **the gradual increasing rate of the internet rate of the internet users in Bangladesh.** Describe the graph in at least 80 words. You should highlight the information and report the main features given in the graph.

Ans: The graph displays the number of the internet users from the period 2000 to 2012. The chart shows that during these 13 years the number of the internet users is increasing rapidly. In 2000, only 31 lakh of people used the internet whereas in 2002 it rose to 1.5 lakh in number. This number is about 5 times more than that of 2000. The number of the internet users rose to 2.43 lakh in 2003 that is remarkable. In 2005, the number of the internet users reached 3 lakh, and in 2007 it reached 5 lakh. So, we notice the greatest increase in the number of the internet user between 2005 and 2007 and it is 2 lakh. In 2009, 5.56 lakh of people used the internet which rose to 6.14 lakh in 2012. From the graph, it is apparent that the tendency of using the internet is gradually increasing undoubtedly to keep pace with the demand of the modern age.

12. নিচের গ্রাফটি বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট রেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির হার দেখায়।

উত্তর: গ্রাফটি 2000 থেকে 2012 সময়কালের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রদর্শন করে। চার্ট দেখায় যে এই 13 বছরে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 2000 সালে, মাত্র 31 লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করত যেখানে 2002 সালে তা বেড়ে 1.5 লাখে উন্নীত হয়। এই সংখ্যাটি 2000 সালের তুলনায় প্রায় 5 গুণ বেশি। 2003 সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 2.43 লাখে উন্নীত হয়েছে যা উল্লেখযোগ্য। 2005 সালে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 3 লাখে পৌঁছেছিল এবং 2007 সালে তা 5 লাখে পৌঁছেছিল। সুতরাং, আমরা 2005 এবং 2007 সালের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করি এবং এটি 2 লাখ। 2009 সালে, 5.56 লাখ মানুষ

ইন্টারনেট ব্যবহার করেছিল যা 2012 সালে 6.14 লাখে উন্নীত হয়েছে। গ্রাফ থেকে, এটা স্পষ্ট যে আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রবণতা নিঃসন্দেহে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

13. **The pie chart below shows the time allocation of student's daily activities.** Analyses the chart focusing the main preoccupations.

Ans: The pie chart shows how students pass their time doing carious activities. The chart shows that more than half of student's time is spent in school and in sleep. The rest of the time is spent in play, study, recreation and other activities. Students pass 30% of their time in sleep and 25% of their time in school. Thus they spend more time in these two activities. The main pursuit of the students is study and they spend 20% time in their study. Playing games is important to them, and so they spend some time in play. They keep 5% of their time for this. Student also gives importance in recreation. Thus pass 12% of their time in recreation. Lest of all, they spend 8% of their time in other activities thus students pass their time in sleep, school, and study playing games, entertainment and doing other activities. The ratio of students time spending indicates that they spend their time in a logical way.

13. নীচের পাই চার্টটি ছাত্রের দৈনন্দিন কার্যকলাপের সময় বরাদ্দ দেখায়। মূল ব্যস্ততাকে কেন্দ্র করে চার্ট বিশ্লেষণ করে।

উত্তর: পাই চার্টটি দেখায় কিভাবে শিক্ষার্থীরা উদ্বেগজনক কার্যকলাপ করে তাদের সময় কাটায়। চার্ট দেখায় যে শিক্ষার্থীর অর্ধেকের বেশি সময় স্কুলে এবং ঘুমের মধ্যে ব্যয় হয়। বাকি সময় খেলা, পড়াশোনা, বিনোদন ও অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের 30% সময় ঘুমিয়ে এবং 25% স্কুলে কাটায়। এভাবে তারা এই দুটি কাজে বেশি সময় ব্যয় করে। শিক্ষার্থীদের প্রধান সাধনা হল অধ্যয়ন এবং তারা তাদের অধ্যয়নে 20% সময় ব্যয় করে। গেম খেলা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই তারা খেলার মধ্যে কিছু সময় ব্যয় করে। তারা এর জন্য তাদের 5% সময় রাখে। শিক্ষার্থী বিনোদনেও গুরুত্ব দেয়। এভাবে তাদের 12% সময় কাটে বিনোদনে। সর্বোপরি, তারা তাদের সময়ের 8% অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করে এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের ঘুম, স্কুল এবং পড়াশোনা গেম খেলা, বিনোদন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে সময় কাটায়। শিক্ষার্থীদের সময় ব্যয়ের অনুপাত নির্দেশ করে যে তারা যৌক্তিক উপায়ে তাদের সময় ব্যয় করে।

14.**The pie chart below shows the percentages of types of transportation used by 800 students to come to college.** Describe the cart in 150 words.

Ans: The pie chart shows the percentages of types of transportation used by 800 students to come to college. There are transports of four types shown in the pie chart. They are bus, car, bicycle and walking. Of the four types of transportation bicycle has the highest percentage. 45% of the 800 students use bicycle to come to college while 30% of the students use bus, 10% of the students use car and 15% of the students walk to college. From the analytical view of the pie chart it can be said that the college is located in an urban area where bicycle are used widely. It is also found that many students come students to college from a distant place and they use bus for transportation. It can also be said that come students live near their college area and so can come to college by walking. Some students belonging to well to do family come to college by car. In fine, it can be said that the college is located at a place having good communication system.

14. নীচের পাই চার্টটি 800 জন শিক্ষার্থী কলেজে আসার জন্য কত ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে তা দেখায়।

উত্তর: পাই চার্টটি দেখায় যে 800 জন শিক্ষার্থী কলেজে আসার জন্য কত ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে। পাই চার্টে দেখানো চার ধরনের পরিবহন আছে। সেগুলো হলো বাস, গাড়ি, সাইকেল এবং হাঁটা। চার ধরনের পরিবহন সাইকেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শতাংশ রয়েছে। 800 জন শিক্ষার্থীর 45% কলেজে আসার জন্য সাইকেল ব্যবহার করে যেখানে 30% শিক্ষার্থী বাস ব্যবহার করে, 10% শিক্ষার্থী গাড়ি ব্যবহার করে এবং 15% শিক্ষার্থী হেঁটে কলেজে আসে। পাই চার্টের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি বলা যেতে পারে যে কলেজটি একটি শহুরে এলাকায় অবস্থিত যেখানে সাইকেল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এমনও দেখা গেছে যে অনেক শিক্ষার্থী দূর থেকে কলেজে আসে এবং তারা যাতায়াতের জন্য বাস ব্যবহার করে। এটাও বলা যেতে পারে যে আসা শিক্ষার্থীরা তাদের কলেজ এলাকার কাছাকাছি থাকে এবং তাই হেঁটে কলেজে আসতে পারে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী পরিবার পরিজন নিয়ে গাড়িতে করে কলেজে আসে। সূক্ষ্মভাবে, এটি বলা যেতে পারে যে কলেজটি এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

15.The pie chart below shows **the percentages of a family's household income distributed into different categories.** Describe the pie chart in 150 words.

Ans: The pie chart shows the percentages of the distribution of annual income of a particular family into different categories. The chart reveals that the highest portion of the family income is spent on food and this is 28% of its total

income. Then come the expenditure for education. The family spends 25% of education. The expenditure on clothes is 10%. Family's other expenditures are 5% for power and 12% for transport. The family spends 8% of its income on other purpose. Besides, the family saves 12% of its total income. From an analytical view we can say that the family is a middle class family as 28% of its income is spent on food. The chart also relevant that this family is very conscious about education. From the chart it is also understood that the family realize the importance of savings and so it saves 12% of its income for future. In fine, we can say that it is a very well planned family.

15. নীচের পাই চার্টটি বিভিন্ন বিভাগে বিতরণ করা পরিবারের পরিবারের আয়ের শতাংশ দেখায়।

উত্তর: পাই চার্টটি একটি নির্দিষ্ট পরিবারের বার্ষিক আয়ের বিভিন্ন বিভাগে বন্টনের শতাংশ দেখায়। চার্টটি প্রকাশ করে যে পরিবারের আয়ের সর্বোচ্চ অংশ খাদ্যে ব্যয় করা হয় এবং এটি তার মোট আয়ের 28%। এরপর আসে শিক্ষার ব্যয়। পরিবার শিক্ষার 25% ব্যয় করে। জামাকাপড়ের ব্যয় 10%। পরিবারের অন্যান্য ব্যয় বিদ্যুতের জন্য 5% এবং পরিবহনের জন্য 12%। পরিবার তার আয়ের 8% অন্য কাজে ব্যয় করে। এছাড়াও, পরিবার তার মোট আয়ের 12% সঞ্চয় করে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে পরিবারটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবার কারণ এর আয়ের 28% খাদ্যে ব্যয় হয়। চার্টটিও প্রাসঙ্গিক যে এই পরিবারটি শিক্ষার বিষয়ে খুব সচেতন। চার্ট থেকে এটিও বোঝা যায় যে পরিবার সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং তাই এটি ভবিষ্যতের জন্য তার আয়ের 12% সঞ্চয় করে। সূক্ষ্মভাবে, আমরা বলতে পারি যে এটি একটি খুব পরিকল্পিত পরিবার।

16.The graph below shows **the selling rates of seven types of books in Ekushey Boi Mela 2023**. Describe the graph highlighting the information given in the bar chart.

Ans. The graph shows a comparative selling a comparative selling rate of the seven types of book in ekushey boi mela 2023. These seven types of books include research, poetry, novels, history, travel, comics and drama. Of these seven types of book the novels were sold higher than any other types and its number is about 4700. The second highest in selling is comics, the number of which is 2500. The third position in selling is history and its number is 2000. The lowest in the sale is drama. Its number is about 400. Analyzing the graph we can say that out of the sold 12,000 books the number of novels is 4700, comics is 2500, history is 2000, travel is 1500, poetry is 1000, research is 500 and drama is 400. Therefore if we make a list of the categories of books from the highest selling rate to the lowest, then we find this serial: Nobel, comics, history, travel, poetry, research and drama. At a glance, the graph shows that novels occupy the highest position in selling rate and drama has the lowest position. The other five types of books, comics, history, travel, poetry and research remain in between. Thus the graph gives a very clear picture of the seven types of book sold in the Ekushey boi mela 2023.

16. নীচের গ্রাফটি 2023 সালের একুশে বইমেলায় সাত ধরনের বইয়ের বিক্রির হার দেখায়।

উত্তর: গ্রাফটি একুশে বইমেলা 2023-এ সাত ধরনের বইয়ের তুলনামূলক বিক্রির হার দেখায়। এই সাত ধরনের বইয়ের মধ্যে রয়েছে গবেষণা, কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণ, কমিকস এবং নাটক। এই সাত ধরনের বইয়ের মধ্যে উপন্যাসগুলো অন্য যেকোনো ধরনের থেকে বেশি বিক্রি হয়েছে এবং এর সংখ্যা প্রায় 4700। বিক্রির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কমিক্স, যার সংখ্যা 2500। বিক্রিতে তৃতীয় অবস্থান ইতিহাস এবং এর সংখ্যা 2000। বিক্রি সবচেয়ে কম নাটকের। এর সংখ্যা প্রায় 400। গ্রাফ বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে বিক্রি হওয়া 12,000টি বইয়ের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা 4700, কমিক্স 2500টি, ইতিহাস 2000টি, ভ্রমণ 1500টি, কবিতা 1000টি, গবেষণা 500টি এবং নাটক 400টি। তাই আমরা যদি সর্বোচ্চ বিক্রির হার থেকে শুরু করে ক্যাটাগরির বইয়ের তালিকা তৈরি করি সর্বনিম্ন, তারপরে আমরা এই সিরিয়ালটি খুঁজে পাই: নোবেল, কমিকস, ইতিহাস, ভ্রমণ, কবিতা, গবেষণা এবং নাটক। এক নজরে, গ্রাফটি দেখায় যে উপন্যাস বিক্রির হারে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে এবং নাটকের অবস্থান সর্বনিম্ন। বাকি পাঁচ ধরনের বই, কমিকস, ইতিহাস, ভ্রমণ, কবিতা ও গবেষণার মধ্যেই থাকে। এইভাবে গ্রাফটি 2023 সালের একুশের মেলায় বিক্রি হওয়া সাত ধরনের বইয়ের একটি খুব স্পষ্ট চিত্র দেয়।

17.The graph shows **the engagement of child labor in different sectors of 'X' country from 2005 to 2016**. Describe the graph in 150 words. You should highlight the main features and summarize the information given in the graph.

Ans: The graph shows the engagement child labor in different sectors of 'X' country from 2005 till 2016. In the year 2005, 62% of child labor ware found engaged in agriculture, 15% in industry and 23% in service. A few years later, in the year 2012, there was a change in child labor. In the year 2012 45% of child labor was found engaged in agriculture, 19% in industry and 36% in service. The graph shows that four years later, that is in 216, 40% of child labor were found engaged in agriculture. 29% in industry and 31% in service. Therefore, over eleven years engagement of child labor rose 14% in industry and 8%in service declining 22% in agriculture. Though in 2012, the

engagement of child labor in service was significantly higher. It was 36% which was only 9% less than in agriculture and 17% higher than industry. However since the year 2005, the trend of the engagement of child labor in agriculture is decreased. In the year 2005, the trend of the engagement of child labor in agriculture decreases. In the year 2005, it was 62% but within the next eleven years, the percentage of the engagement of child labor in agriculture is decreased to 40% from its previous 62%, which means that within four years 22% of children come out of their engagement in agriculture. Thus the graph provides a clear picture of the trends of rising or fall of engagement of child labour in different sector of 'X' country from the year 2005 to 2016.

গ্রাফটি ২০০৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে 'X' দেশে বিভিন্ন খাতে শিশু শ্রমের সম্পৃক্ততার পরিবর্তন চিত্রিত করে। ২০০৫ সালে, ৬২% শিশু শ্রম কৃষিতে, ১৫% শিল্পে এবং ২৩% সেবাখাতে নিয়োজিত ছিল। পরবর্তী কয়েক বছর পরে, ২০১২ সালে শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ২০১২ সালে ৪৫% শিশু শ্রম কৃষিতে, ১৯% শিল্পে এবং ৩৬% সেবাখাতে ছিল। গ্রাফটি ২০১৬ সালে আরও একটি পরিবর্তন প্রদর্শন করে, যেখানে ৪০% শিশু শ্রম কৃষিতে, ২৯% শিল্পে এবং ৩১% সেবাখাতে নিয়োজিত ছিল। অর্থাৎ, ১১ বছরে শিল্পে ১৪% এবং সেবাখাতে ৮% শিশু শ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে কৃষিতে ২২% কমেছে।
২০১২ সালে, সেবাখাতে শিশু শ্রমের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়—৩৬%, যা কৃষির তুলনায় ৯% কম এবং শিল্পের তুলনায় ১৭% বেশি। তবে ২০০৫ থেকে শুরু করে কৃষিতে শিশু শ্রমের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ২০০৫ সালে যেখানে কৃষিতে শিশু শ্রম ছিল ৬২%, তা ২০১৬ সালে ৪০%-এ নেমে আসে, অর্থাৎ ১১ বছরে ২২% কমে যায়। এইভাবে, গ্রাফটি 'X' দেশে ২০০৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত শিশু শ্রমের প্রবণতার উত্থান-পতন পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে।

18.the graph chart shows **the choice of profession by education people in our country.** Describe the graph chart.

Ans: The chart shows the choice of profession by different education people. Educated people prefer govt. job, farming, business, intellectual work, banking and teaching. A lion share of educated people like go0vt. Job. The participant in govt. job is 60%. It far out numbers the other professions. Then only 25% educated people like to run business. In is 35% less than govt. job. Highly educated people prefer research work. The percentages digit is only single which 5% is. On the other hand only 10% educated people like farming. 40% people like banking and 30% people like teaching. So govt. job gets the highest professional value wherever intellectual work gets the lowest. However the difference between the highest and the lowest preference is 55%.

18. গ্রাফ চার্ট আমাদের দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের পেশার পছন্দ দেখায়।

উত্তর: চার্টটি বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা পেশার পছন্দ দেখায়। শিক্ষিত লোকেরা সরকারকে পছন্দ করে। চাকরি, কৃষিকাজ, ব্যবসা, বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ, ব্যাংকিং এবং শিক্ষকতা। go0vt এর মত শিক্ষিত মানুষের সিংহ ভাগ। চাকরি। সরকারে অংশগ্রহণকারী। কাজ 60%। এটি অন্যান্য পেশার তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে মাত্র 25% শিক্ষিত লোক ব্যবসা চালাতে পছন্দ করে। সরকার থেকে 35% কম। চাকরি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা গবেষণার কাজ পছন্দ করেন। শতাংশ সংখ্যা শুধুমাত্র একক যা 5%। অন্যদিকে মাত্র ১০% শিক্ষিত মানুষ কৃষিকাজ পছন্দ করেন। 40% লোক ব্যাঙ্কিং পছন্দ করে এবং 30% লোক শিক্ষকতা পছন্দ করে। তাই সরকার যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সর্বনিম্ন পায় সেখানে চাকরি সর্বোচ্চ পেশাদার মূল্য পায়। তবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পছন্দের মধ্যে পার্থক্য 55%।

19. The chart and graph shows the export sectors in Bangladesh that earn foreign money. Analyze and comment on it.

Ans: The chart and graph shows the export sectors in Bangladesh that earn foreign money. It shows four sectors of exporting different kinds things. Garments export more than half percentages of the export of Bangladesh and it is 54%. Manpower is the second highest in exporting and it 30%. Tea, fish, leather etc are exported to some countries and it is 08%. Others also take the same position of 08%. By analyzing the chart and graph, it can be said that garments sectors are domination in the exporting sectors of Bangladesh. It has bright prospect and this sector should be given importance and manpower is also playing a vital role. Tea, fish, leather and others are contributing the same position in exporting.

19. চার্ট এবং গ্রাফ বাংলাদেশের রপ্তানি খাতগুলি দেখায় যেগুলি বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে।

উত্তর: চার্ট এবং গ্রাফ বাংলাদেশের রপ্তানি খাতগুলি দেখায় যেগুলি বৈদেশিক অর্থ উপার্জন করে। এটি বিভিন্ন ধরণের জিনিস রপ্তানির চারটি খাত দেখায়। বাংলাদেশের রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি গার্মেন্টস রপ্তানি করে এবং তা ৫৪ শতাংশ। জনশক্তি রপ্তানিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং এটি

30%। চা, মাছ, চামড়া ইত্যাদি কিছু দেশে রপ্তানি হয় এবং তা ০৪%। অন্যরাও ০৪% এর একই অবস্থান নেয়। চার্ট ও গ্রাফ বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে পোশাক খাতের আধিপত্য রয়েছে। এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই খাতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং জনশক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চা, মাছ, চামড়াসহ অন্যান্য রপ্তানিতে একই অবস্থানে অবদান রাখছে।

SUJON SIR 01712655666